১৩/৮/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কলেজের গবর্নিং বডি থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার নির্দেশ

মনির হায়দার

অবশেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিগ্রী কলেজসমূহের গবর্নিং বডি থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার আদেশ জারি হয়েছে। এখন থেকে সকল ডিগ্রী কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনার অথবা তাঁর মনোনীত এডিসি কিংবা এডিএম। অবশ্য বিভাগীয় সদরে অবস্থিত ডিগ্রী কলেজসমূহের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালন করবেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বা তাঁর মনোনীত অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৮ আগস্ট সকল বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারদের কাছে এ ধরনের আদেশ সংবলিত চিঠি পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত সরকারের আমলে এক সার্কুলারের মাধ্যমে দেশের সকল হাই স্কুল ও সকল ইন্টারমিডিয়েট কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি করা হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যদের। এ ছাড়াও বিদ্যোৎসাহী সদস্য হিসাবে একজন সদস্য নিয়োগের যে বিধান রয়েছে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই সেই পদটিও পূরণ করা হয়েছে রাজনৈতিক পরিচয়ে।

ডিগ্রী কলেজসমূহের ক্ষেত্রে এই সার্কুলার প্রযোজ্য না হলেও অধিকাংশ ডিগ্রী কলেজেরই গবর্নিং বডির সভাপতি করা হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যদের। এসব কলেজের গবর্নিং বডিতে বিদ্যোৎসাহী সদস্যের পদটিও পূরণ করা হয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসব কলেজের বেশিরভাগই ব্যবহৃত হবে ভোটকেন্দ্র হিসাবে। এই চিন্তা মাথায় রেখেই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সকল হাই স্কুল ও কলেজের গবর্নিং বডি থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সে অনুযায়ী এরই মধ্যে সকল হাই স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের গবর্নিং বডি পুনর্গঠন করা হয়েছে। ডিগ্রী কলেজসমূহের গবর্নিং বডি থেকে অনতিবিলম্বে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সরিয়ে তাঁদের শূন্য পদে নির্দিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদানের জন্য ২৫ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি দেয়া হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেয়ার পরিবর্তে প্রায় এক সপ্তাহ পর ১ আগস্ট পাল্টা এক চিঠিতে শিক্ষা সচিবকে জানায় যে, ডিগ্রী কলেজসমূহের গবর্নিং বডিতে পদাধিকারবলে কাউকে মনোনয়ন দেয়ার বিধান নেই। এসব কলেজের গবর্নিং বডি বা এ্যাডহক কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়ে থাকেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক। সুতরাং সপ্তম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হবার প্রেক্ষিতে ডিগ্রী কলেজসমূহের গবর্নিং বডির সভাপতি পদে কোন শূন্যতার সৃষ্টি হয়নি। তাদের এই চিঠির প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮ আগস্ট ডিগ্রী কলেজের গবর্নিং বডি সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত সংবলিত আরেকটি চিঠি পাঠায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এতে ডিগ্রী কলেজসমূহের গবর্নিং বডি হতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সরিয়ে দেয়ার জন্য পুনর্বার তাগাদা দেয়া হয়।

এর প্রেক্ষিতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরদিন ৯ আগস্ট সকল বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারদের বরাবরে একটি চিঠি পাঠায়। এতে বলা হয়েছে, 'রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে ইতোপূর্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের গবর্নিং বডি বা এ্যাডহক কমিটির সভাপতি হিসাবে মনোনয়ন দেয়া হয়ে থাকলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক তা প্রত্যাহার করা হলো। এর ফলে বিভাগীয় সদরের ডিগ্রী কলেজসমূহে সৃষ্ট শূন্য পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য বিভাগীয় কমিশনারকে এবং বাকি ডিগ্রী কলেজসমূহে সৃষ্ট শূন্য পদে সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারদের মনোনয়ন দেয়া হলো।

একই সঙ্গে এসব কলেজের গবর্নিং বডি বা এ্যাডহক কমিটিতে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিদ্যোৎসাহী সদস্য হিসাবে ইতোপূর্বে মনোনয়ন দেয়া হয়ে থাকলে তাও প্রত্যাহার করা হলো। তার স্থলে সরকারী কর্মকর্তা ও বেসরকারী নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গের নাম প্রস্তাব করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্যও বলা হয়েছে। অবশ্য শেষোক্ত বিষয়টিকে 'দীর্ঘসূত্রতা'র আয়োজন বলে অভিহিত করেছেন সংশ্লিষ্ট অনেকে। তা ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চিঠির প্রেক্ষিতে ঢাকার একটি এলাকার আওয়ামী লীগদলীয় সাবেক এক সংসদ সদস্য, যিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার একাধিক ডিগ্রী কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাঁর বক্তব্য হলো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং বর্তমান উপাচার্যই যেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সেখানে কলেজগুলো থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সরানোর কোন যৌক্তিকতা দেখছি না। তিনি বলেন, আমরা যারা কলেজসমূহের গবর্নিং বডিতে আছি তারা তো অনেক ছোট নেতা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজেই একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, সেটার কি হবে?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে সারা দেশে মোট প্রায় ১ হাজার ২৬০টি ডিগ্রী কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার কলেজই বেসরকারী। আর বেসরকারী কলেজগুলো পরিচালিত হয় গবর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অনুসারে।